সমকাল

তারিখ ..11 APR 2017...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৬...

নান্দাইলে উদ্বোধনের পরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা

■ ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

উদ্বোধনের পর থেকে সুরম্য ভবনে ঝুলছে তালা। শিশুদের কোলাহলে মুখর থাকার কথা থাকলেও চোখের সামনেই নিষ্প্রাণ ময়মনসিংহের নান্দাইলের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। জমিদাতার করা মামলায় উদ্বোধনের পরও শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা যাচ্ছে না বিদ্যালয়টিতে। ওই অবস্থায় স্থানীয় এলাকাবাসী বিদ্যালয়টির বন্ধ দরজা খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

'বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১৫০০ বিদ্যালয়' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় উপজেলার জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়নের মধ্য দেউলডাংরা গ্রামে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করে। বিদ্যালয়টিতে জমিদান করেন স্থানীয় মো. আবুল হাসিম ভূঁইয়া। দেউলডাংরা ভূঁইয়া স্মৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামের প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ সালের ২৫ জানুয়ারি উদ্বোধন করেন এমপি আনোয়ারুল আবেদীন খান তুহিন। কিন্তু কয়েক বছর পেরিয়ে গেলেও বিদ্যালয়টিতে পাঠদান কার্যক্রম চালু করা যাচ্ছে না। বিদ্যালয়ের জমিদাতা মো. আবুল হাসিম ভূঁইয়া উচ্চ আদালতে একটি মামলা করায় বিদ্যালয়বিহীন গ্রামটিতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু করা যাচ্ছে না।

বিদ্যালয়বিহীন গ্রামটিতে বিদ্যালয় স্থাপনের পর আশায় বুক বেঁধেছিলেন। শিশুদের কষ্ট করে দূরের স্কুলে যেতে হবে না; কিন্তু বিদ্যালয় ভবন হলেও পাঠ কার্যক্রম চালু না হওয়ায় অন্তত পাঁচ গ্রামের শিক্ষার্থীদের দূরের বিদ্যালয়ে পাঠ নিতে যেতে হচ্ছে। এতে বিদ্যালয়ে যেতে অনীহা ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত তালাবদ্ধ বিদ্যালয়টি খুলে দেওয়ার দাবিতে বৃহস্পতিবার মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

নান্দাইল উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনার কলি নাজনীন জানান, জমিদাতা বিদ্যালয়ের নামে সচিব বরাবর জমি লিখে দিলে ১৫০০ বিদ্যালয় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি ভবন নির্মিত হয়। কিন্তু ভবন নির্মাণের পর প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি মালিকানাধীন মনে করে জমিদাতা মো. আবুল হাসিম ভূঁইয়া প্রতিষ্ঠানটিতে নিজে শিক্ষক নিয়োগ দিতে চান। বিষয়টি নিয়ে উচ্চ আদালতে একটি মামলাও করেন জমিদাতা। ওই অবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম চালু করা যাচ্ছে না। তিনি আরও জানান, বিদ্যালয়টি চালুর জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি চেয়ে চিঠি পাঠানো হলেও তার কোনো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। বিদ্যালয়টি চালুর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানান তিনি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.......................
তারিখ.......................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর